যুগান্তর

তারিখ ... 16 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল

স্কুলের ভেতরেই কোচিং সেন্টার

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভেতরেই কোচিংয়ের পসরা সাজিয়ে বসেছেন শিক্ষকরা। অভিযোগ উঠেছে, প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ক্যাম্পাস, বনশ্রী এবং মুগদা শাখায় রীতিমতো বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন কতিপয় শিক্ষক। এর মধ্যে শুধু প্রধান ক্যাম্পাসেই ২৬ জন শিক্ষক ৫৬টি কক্ষ ভাড়া নিয়ে কোচিং বাণিজ্য চালাচ্ছেন। স্কুলের অভিভাবক ফোরাম বুধবার এসব তথ্য প্রকাশ করেছে। ফোরামের চেয়ারম্যান জিয়াউল কবীর দুলু যুগান্তরকে জানান, আমরা প্রাথমিকভাবে প্রধান ক্যাম্পাসের তথ্য প্রকাশ করেছি। পরবর্তীতে মুগদা এবং বনশ্রী শাখার তথ্যও প্রকাশ করব। সেখানেও কয়েকজন শিক্ষক স্কুলের কক্ষ দখল করে কোচিং বাণিজ্য চালাচ্ছেন।

এই অভিভাবক নেতা জানান, আইডিয়াল স্কুলে এখন দুই ধরনের কোচিং বাণিজ্য চলছে। একটি

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

স্কুলের ভেতরেই কোচিং সেন্টার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

'অতিরিক্ত ক্লাসের' নামে, আরেকটি 'শিক্ষক কর্তৃক'। স্কুল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ক্লাসের নামে শিক্ষার্থীপ্রতি ১২শ' টাকা করে নিয়ে কোচিং করাচ্ছেন। আর শিক্ষকরা সপ্তাহে ২ দিন পড়ানোর বিনিময়ে বিষয়প্রতি ৫শ' টাকা করে নিয়ে বিকাল ৫টার পর রাত ৮টা পর্যন্ত কোচিং করাচ্ছেন। তাদের এই আয় থেকে ২০ শতাংশ স্কুলের তহবিলে জমা নেয়া হচ্ছে। এই ২০ শতাংশ অর্থও স্কুলের শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষক ও কমিটির সদস্য কর্তৃক লুটপাটের আশংকা করছেন অভিভাবকরা।

এ ব্যাপারে অভিভাবক ফোরামের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্কুলের অধ্যক্ষ এর আগে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, ৩০ এপ্রিলের পর কোনো শিক্ষকই তার নিজ বাসায় বা কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থী পড়াতে পারবেন না। এর প্রেক্ষিতে ১ মে থেকে ১৫ মে পর্যন্ত কোচিংবাজ শিক্ষকদের নিজ বাসায় নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং বন্ধ রাখেন। পরবর্তীতে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ৩টি ক্যাম্পাসই কোচিংবাজ শিক্ষকদের নামে স্কুলে রুম বরাদ্দ দিয়ে কোচিংকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। অভিভাবকরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। অভিভাবক ফোরামের অভিযোগ অনুযায়ী, মতিঝিল ক্যাম্পাসে রুম বরাদ্দ নিয়ে যে ২৬ শিক্ষক কোচিং চালাচ্ছেন তারা হলেন নিজামউদ্দিন কামাল (ইংরেজি, রুম-৫০৬), ফখর উদ্দিন (রসায়ন, রুম-৩১৬), রফিকুল ইসলাম (সমাজ, রুম-২১৬), খায়রুল ইসলাম (ধর্ম, রুম-২১৭), শফিকুর রহমান (গণিত, রুম-৪০২), আবুল কালাম আজাদ (ইংরেজি, রুম-১১৬), আজিজুর রহমান (বাংলা, রুম-৫০৭), গোলাম মোস্তফা (গণিত, রুম-৩০৮), মাকসুদা আক্তার (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত, রুম-২০৭), আলী নেওয়াজ (গণিত, রুম-৪০৮), ওয়াহিদুজ্জামান (বাংলা, রুম-২১১), আলী মুর্তজা (বাংলা, রুম-৪০৬), উম্মে সালমা (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত, রুম-৫০৯), ফিদা হোসেন (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত, রুম-৫০৪), সুবাস চন্দ্র পোদ্দার (গণিত, রুম-৪০১), সাখাওয়াত হোসেন (বাংলা, রুম-২০৯) নুরুল আমিন-২ (গণিত, রুম-৩০৬), গৌরাঙ্গ চন্দ্র (জীববিজ্ঞান, রুম-৩০৪), লাভলী (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত, রুম-২০৬), মো. সেলিম (রুম-২০৪), আবদুস সালাম খান (ইংরেজি, রুম-২১৪), আবু তাহের (ধর্ম, রুম-৪০৯), লুৎফা (কম্পিউটার, রুম-৪০৩), সামসুজ্জোহা পেনু (ইংরেজি, রুম-৫১৭), রঞ্জন বাড়ৈ (আর্ট, রুম-২০৮), সুমির কৃষ্ণ (রুম-২১১)।

অতিরিক্ত ক্লাস বাণিজ্য : পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত ক্লাসের নামেও এই কোচিং নেয়া হচ্ছে বলে ফোরামের নেতারা অভিযোগ করেন। তারা বলেন, ক্লাসে ঠিকমতো না পড়িয়ে সব শিক্ষার্থীর জন্য এই ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ এ ধরনের কোচিং শুধু দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করার কথা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১ মে থেকে ৫ম, ৮ম, ১০ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক ১২ দিন অতিরিক্ত ক্লাস করানো হয়। এজন্য শিক্ষার্থীপ্রতি ১২০০ টাকা আদায় করা হয়। কিন্তু টাকা আদায়ের কোনো রসিদ দেয়া হয়নি। এ সংক্রান্ত কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টও খোলা হয়নি। এমনকি এই টাকা ব্যয়ের স্বচ্ছ কোনো হিসাবও নেই। নীতিমালা অনুযায়ী, টাকা আদায়ের রসিদ দেয়া ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হিসাব রাখা বাধ্যতামূলক, যা সরকার কর্তৃক জারি করা শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালার পরিপন্থী। এছাড়া রমজান মাসে ৮ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত ৫ম, ৮ম, ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত ক্লাস বাধ্যতামূলক চালু রাখা হয়েছে। কোচিংবাজ শিক্ষক ও কোচিং প্রতিরোধে অভিভাবকরা শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।